সহপাঠীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করায় এক শিশুশিক্ষার্থীকে স্কেল দিয়ে পিটিয়ে দাঁত ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। বরিশাল নগরীর বাণীমন্দির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত রবিবার এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিচার দাবি করেছেন অভিভাবকরা।

advertisement

নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থী মঈনউদ্দিন জানায়, সে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। দুপুরে স্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করছিল সে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তুহিন কনা স্কেল দিয়ে তার মুখে আঘাত করেন। এতে তার ঠোঁট ফেটে যায় এবং উপরের পাটির একটি দাঁত পড়ে যায়। শিক্ষার্থীর বাবা

advertisement 4

আলাউদ্দিন বলেন, ওই শিক্ষিকাকে সব শিক্ষার্থীরা ভয় পায়। এর আগেও শিক্ষার্থীদের এভাবে মারধরের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়ার ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। আমার ছেলেকে নির্যাতনের বিচার দাবি করছি।

এদিকে সহকারী শিক্ষক তুহিন কনা বলেন, দুষ্টুমি করার কারণে ওই শিক্ষার্থীকে শাসন করা হয়েছে মাত্র। নির্যাতনের মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। আর যে দাঁতটি পড়ে গেছে, সেটি নড়া ছিল। তাই ঘটনার সময় পড়ে যেতে পারে।

এদিকে পিকু ম-ল নামে অপর এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, তার সন্তান এ শিক্ষিকার ভয়ে বিদ্যালয়েই যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

আর সালাম আক্তার নামে অপর এক অভিভাবক জানান, কয়েকদিন আগে এক মেয়েকে পিটিয়ে জখম করেছিলেন ওই শিক্ষিকা। যার মীমাংসা স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে করা হয়।

এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষিকা তুহিন কনা বলেন, আগের ঘটনার সবগুলোই মীমাংসা হয়ে গেছে। তাই এসব বিষয়ে কথা বলতে চাই না।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুষমা ঘোষ জানান, বিষয়টি নিয়ে মীমাংসা করা হয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে দাঁত ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনায় মীমাংসা হয় কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।'

বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহন লাল দাস বলেন, শিক্ষার্থী নির্যাতন দূরের কথা, তাদের ধমক দেওয়ারও নিয়ম নেই। এ অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

5
Shares